আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-১১

ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

বেটী বচাও
বেটী পঢ়াও

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-১১

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

सत्यमेव जयते

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

Bharat Sarkarer Pradhan Pradhan Prakalpa : This book is based on legal awareness for the neoliterates on different govt. schemes. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (500)

মূল পুথি : ভারত সরকার কী প্রমুখ যোজনায়ে

পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল : শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত,
শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ (৫০০)

প্রকাশক : রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড,
আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১

সম্পাদনা : অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা

মুদ্রক : শরাইঘাট অফছেট প্রেছ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাস্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

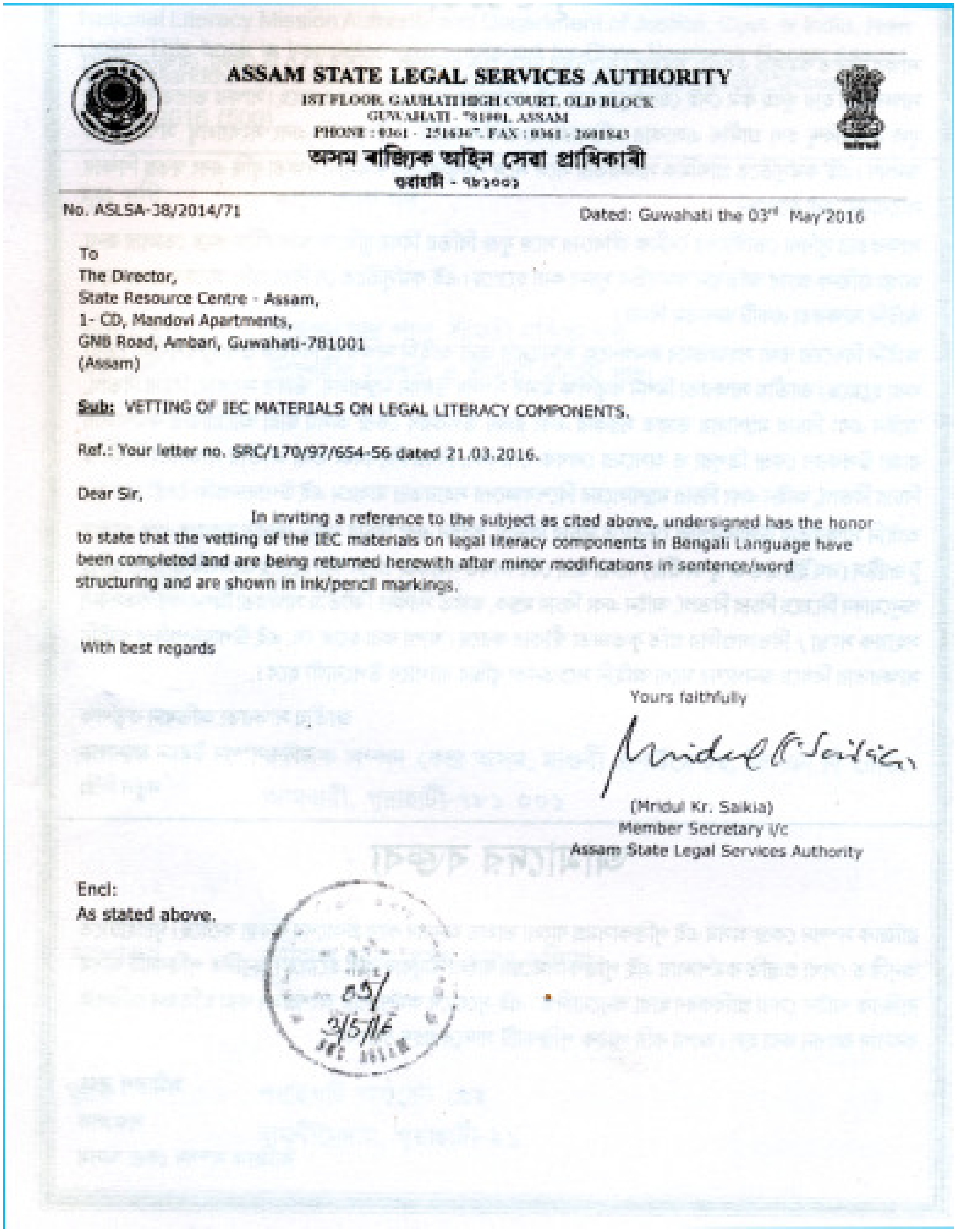

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2516367, FAX : 0361 - 2601843
অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী
গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71

Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language have been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

Mridul K. Saikia

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

051
3/5/16

ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও

ভারতে বিগত কয়েক বছরে নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ অসমতা দেখা যাচ্ছে। প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৪৩ জন মহিলা। ২০১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের ঘোষণা করেন। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক এটির পরিচালনা এবং দেখভাল করবেন। একে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক, বিদ্যালয় ও সাক্ষরতা বিভাগ সহায়তা করবে।

প্রধান উদ্দেশ্য

- দেশের ১০০ টি এমন জেলা যেখানে কন্যা সন্তানের সংখ্যা কম সেখানে কন্যা সন্তানের হার বৃদ্ধি করা।
- ৫ বছরের নীচে কন্যাসন্তানের মৃত্যুহার ৮ থেকে কমিয়ে ৫ করা।
- কন্যা সন্তানদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া।

- ২০১৭ সালের মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য শৌচালয় নির্মাণ করা।
- যৌন উৎপীড়ন থেকে মেয়েদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করা।

কি ধরণের কাজ করতে হবে

- লোকজনের সামাজিক চিন্তা বদলানো যায় এমন কাজকর্ম চালু করা।
- সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে ঐ জেলাগুলিতে এবং শহরগুলিতে নজর দিতে হবে, যে জেলা ও শহরে কন্যাদের সংখ্যা কম।
- পঞ্চায়েত, নিগম, জনসংস্থান ইত্যাদি জায়গায় অহিংসা দূত তথা স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে কন্যা সন্তানদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরী করতে হবে।
- শিক্ষার অধিকার, সর্বশিক্ষা অভিযান, ছাত্রবৃত্তি প্রকল্পগুলির সঠিক ব্যবহার।

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা

২০১৪ সালের ১৫ ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনার ঘোষণা করেন, যা আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় অভিযান।

প্রধানমন্ত্রীর জন-ধন যোজনার অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি হ’ল —

১। জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট।

২। Rupay ডেবিট কার্ডের সুবিধা।

৩। এক লাখ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমার সুরক্ষা।

৪। ৩০,০০০ হাজার টাকা জীবন বিমা সুরক্ষা।

৫। অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ন্যূনতম টাকা রাখার প্রয়োজন নেই।

৬। অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৬ মাস পর্যন্ত আর্থিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ওভার ড্রাফটের সুবিধা।

প্রধানমন্ত্রীর ধন জন ধন যোজনায় কারা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে —

- ১০ বছরের বেশী বয়সী এমন যেকোন মানুষ।
- নিরক্ষর ব্যক্তিও অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন।
- যৌথ অ্যাকাউন্টও খোলা যাবে।
- যার ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে এমন ব্যক্তিও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

পি.এম.জে.ডি.ওয়াই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র

- আধার কার্ড / আধার কার্ডের নং থাকলে অন্য কোন প্রমাণ পত্র লাগবেনা। ঠিকানা পরিবর্তন করলে স্ব-প্রত্যয়ীকরণ দিতে হবে।
- আধার কার্ড না থাকলে সরকারী ভাবে বৈধ প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রমাণ পত্র থাকতে হবে। ভোটার আই কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পেন কার্ড, পাসপোর্ট এর যে কোন একটি। এছাড়া এম.এন.রেগার জবকার্ডে যদি ঠিকানা থাকে তবে এটি পরিচয় পত্র এবং ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- যদি কোন ব্যক্তির উপরে উল্লিখিত কাগজ পত্রের একটিও না থাকে, কিন্তু এই প্রকল্পে কম ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীতে অ্যাকাউন্ট করা যাবে, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিভাগ থেকে প্রমাণ পত্র এনে জমা করা যাবে।
  - (ক) কেন্দ্র/রাজ্য সরকারী কোন বিভাগ থেকে, সার্বজনিক ক্ষেত্রে প্রমাণ করা যায় এমন বৈধ ছবিসহ প্রমাণ পত্র দাখিল করা যাবে।
  - (খ) গেজেটেড অফিসার দিয়ে প্রমাণিত ফটোযুক্ত প্রমাণ পত্র।

পি.এম.জে.ডি.আই অ্যাকাউন্ট কোথায় কোথায় খোলা যায়

- ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা বা প্রতিনিধি বা প্রশাখায় খোলা যেতে পারে।
- প্রধানমন্ত্রীর ধন জন যোজনায় অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে কাজটি সহজ করার জন্য ব্যাঙ্ক শহর বা গ্রামের যে কোন শাখায় তা স্থানান্তরিত করতে পারেন।
- প্রত্যেক শনিবার সকাল ৮ টা থেকে সন্ধ্যে ৮ টা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক শিবির করে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক অন্যান্য কাজের দিনে অতিরিক্ত ক্যাম্প করে তা করতে পারে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে ১০০ কোটির বেশী জনসংখ্যা। প্রতিদিন মানুষ বাড়ীর বাইরে কত আবর্জনা ফেলে। এর মধ্যে কঠিন বর্জ্য ও সাধারণ বর্জ্য রয়েছে। সাথে রয়েছে খোলা আকাশের নীচে শৌচ করা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকার কারণে নানা রোগ ছড়ায়। এই জন্য ২০১৪ সালের ২ রা অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছভারত অভিযান ঘোষণা করেন।

উদ্দেশ্য

- খোলা আকাশের নীচে শৌচ করা বন্ধ এবং বিকল্প ব্যবস্থা করা।
- ফ্ল্যাশযুক্ত পায়খানা নির্মাণ করা।
- হাত দিয়ে মল উঠানো, ধোয়ার কাজ বন্ধ করতে হবে।
- কঠিন বর্জ্যকে একত্র করে এর সঠিক বন্দোবস্ত করা।
- জনগণের মধ্যে এই সব কাজে অংশগ্রহণের বোধ জাগানোর ব্যবস্থা করা।

সরকারী পদক্ষেপ

- প্রাথমিক ধাপে সারা দেশে ৪০৪১ টি টাউন/শহরের সড়কের পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে।
- গ্রাম এবং শহরের গরীব অংশের জনগণের জন্য শৌচালয় নির্মাণ করার জন্য ৮০% ভর্তুকীর ব্যবস্থা রয়েছে।
- কঠিন এবং তরল আবর্জনার নিষ্কাসনে ড্রেন ও পয়ঃ প্রণালীর প্রকল্প চালু করার বন্দোবস্ত করা।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ সহ যোগ্যতা ছাত্রবৃত্তি যোজনা

বঞ্চিত সম্প্রদায়কে শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য ২০০৮ সালের মে মাসে 'রাষ্ট্রীয় সম্পদ সহ যোগ্যতা ছাত্রবৃত্তি যোজনা'র সূচনা করা হয়।

উদ্দেশ্য :

- বিভিন্ন রাজ্য / কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্যের জন্য ছাত্রবৃত্তির সংরক্ষণ বা কোটা রয়েছে।
- দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর স্তরে উৎসাহ প্রদান করা।

ছাত্রবৃত্তির বিতরণ :

- বিভিন্ন রাজ্য / কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের ছাত্রবৃত্তির জন্য সংরক্ষণ বা কোটা থাকে।
- যেসব ছাত্রের অভিভাবকের আয় ১,৫০,০০০ টাকার থেকে বেশী নয় তারা ছাত্রবৃত্তি পাবার যোগ্য।
- রাজ্য সরকারের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী ছাত্রবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ রয়েছে।

- রাজ্য সরকার দ্বারা আয়োজিত পরীক্ষার ফলের মাধ্যমে ছাত্ররা বৃত্তি পায়।
- ছাত্রবৃত্তির টাকা সরাসরি ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়।
- রাজ্য / কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল থেকে পাওয়া প্রস্তাব অনুসারে ১ জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ১৫৯১২৭ টি ছাত্রবৃত্তি পেয়েছে।

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, ভারত সরকার সাক্ষর ভারত কর্মসূচি শুরু করে। দেশের মধ্যে ১৫ বছরের অধিক নারী-পুরুষরা যাতে ৮০% সাক্ষরতা অর্জন করার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এমন আশা নিয়ে এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার অন্তর যাতে ১০% থাকে এই চেষ্টাও রয়েছে।

এই কর্মসূচিতে গ্রামীণ মহিলা, তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর লোক, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী তথা কিশোর যুবক-যুবতীদের উপর বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার সঙ্গে কম সাক্ষরতার হার বিশিষ্ট জেলাগুলি এবং আদিবাসী বহুল এলাকাগুলিতে এই কর্মসূচিকে প্রাথমিকতা দেওয়া হয়েছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

সাক্ষর ভারত কর্মসূচির লক্ষ্যের প্রাপ্তির জন্য কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলি হল —

- ১৫ তথা বেশী বয়সের নারী পুরুষদের সঠিকভাবে সাক্ষর করে তোলা।
- নবসাক্ষরদের এমন সব সুযোগ প্রদান করা যাতে তারা প্রাথমিক সাক্ষরতা অর্জন করার পর শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান শিক্ষা লাভ করতে পারে।
- নিজের জীবনের উন্নতির জন্য এবং রোজগার বাড়ানোর জন্য নবসাক্ষররা যাতে বিভিন্ন দক্ষতামূলক শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- সারাজীবন শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষার দিকে অগ্রগামী সমাজ গঠন করা যেতে পারে।

সাক্ষর ভারত কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য

- এই কর্মসূচিতে ১৫ বছরের অধিক বয়সী নিরক্ষরদের সাক্ষর করা।
- এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতা, বুনিয়াদী শিক্ষার সাথে দক্ষতা বিকাশের শিক্ষাও চালিয়ে যাওয়া।
- স্বেচ্ছা সেবকদের পঠন-পাঠনের সাথে সাথে অন্য ধরণের যেমন আবাসিক শিবির, আবাসকালীন নিয়মাবলীর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যধারার কার্যকরী ভূমিকা, সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনার জন্য লোকশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বুনিয়াদী সাক্ষরতা কর্মসূচি

১৫ বছরের অধিক বয়সী নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষর করার কাজ এই কর্মসূচির অন্তর্গত। এর জন্য ২০০ ঘন্টা পর্যন্ত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এবং ১০০ ঘন্টার ব্রিজ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মসূচি

সাক্ষরতা কর্মসূচির ৩০০ ঘণ্টা পাঠ করার পর নবসাক্ষর আরো পড়াশুনা করতে পারবে। নবসাক্ষর এবং স্কুল ছেড়ে দেওয়া ছাত্রদের এমন সুযোগ দেওয়া যাবে তারা ইচ্ছে করলে ৮ম শ্রেণীর সমতুল্য পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারবে।

ব্যবহারিক ও দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি

এর অন্তর্গত নবসাক্ষররা ব্যবসায়িক দক্ষতা নিয়ে রোজগার করে সুন্দর জীবন গড়ার সুযোগ পাবে।

প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি

এর প্রধান উদ্দেশ্য হল এক শিক্ষিত সমাজ গঠন করা। নবসাক্ষরদের এমন সুযোগ দেওয়া যাতে তারা শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষার ধাপ গুলিতে এগিয়ে যেতে পারে। সেই কারণে বই এবং বিভিন্ন নতুন অধ্যায় বিস্তৃত ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

জন শিক্ষণ সংস্থান

জন শিক্ষণ সংস্থা জেলা স্তর পর্যন্ত দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করে। সারা দেশে ২৭১ টি জেলায় এরকম সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। জন শিক্ষণ সংস্থা ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের বিদ্যালয় ও সাক্ষরতা বিভাগের অনুমোদিত। সংস্থার কর্মক্ষেত্রের পরিধি জেলার শহর, ছোট শহর, শিল্পাঞ্চল এবং গ্রামীণ এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহ

- ১৫ থেকে ৩৫ বছরের বয়সী যুবকদের প্রচলিত ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- এর মূল কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে শহর / গ্রামীণ জনগণ, বিশেষকরে নবসাক্ষর, নিরক্ষর তপশিলি জাতি / উপজাতি, মহিলা এবং বালিকা, বস্তির নিবাসী ও অভিবাসী কর্মীরা।

ভূমিকা

জেলার প্রয়োজন অনুসারে সংস্থা অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক কর্মসূচি সঞ্চালন করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের

প্রশিক্ষণ আলাদা আলাদা ভাবে হয়। প্রশিক্ষণ থেকে সংস্থা সুবিধা ভোগীদের মান নির্ণয় করে প্রমাণপত্র দেয়।

স্বরোজগারী হতে সংস্থা তাদের পথ নির্দেশ করে। জন শিক্ষণ সংস্থা যুবকদের রোজগারের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে ব্যক্তিগত আয় এবং রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির জন্য এক বিশাল স্তম্ভের মত ভূমিকা নিচ্ছে।

সর্বশিক্ষা অভিযান

জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা আনার জন্য ২০০১ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে সর্বশিক্ষা অভিযানে গুণগতমান বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার কিছু সংশোধন করে।

- জাতীয় পাঠ্যক্রমে ২০০৫ অনুসারে, পাঠ্যক্রম শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার যোজনার ব্যবস্থা করা।
- এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে করে তপশিলি জাতি/উপজাতি, মুসলিম, সংখ্যালঘু, বিশেষভাবে সমর্থ বাচ্চারা, ভূমিহীন তথা ক্ষেতমজুর এবং বিশেষ করে মেয়েরা যাতে শিক্ষার লাভ গ্রহণ করতে পারে।

- মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রমকে পরিবর্তন করা।
- মা-বাবা শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যবস্থা ও অন্য লোকদের উপর সর্বশিক্ষার অধিকার চালু করতে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।

কি কি করা হচ্ছে

- শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার।
- কস্তুরবা গান্ধী বিদ্যালয় পুরো দেশ জুড়ে তপশিলি জাতি/উপজাতি, পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। সারা দেশে মোট ৩৬০০ টি বিদ্যালয় রয়েছে।
- বালিকাদের জন্য মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি চলছে।
- মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্পের অন্তর্গত সব বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়।
- ব্লক স্তর পর্যন্ত ৬০০০ মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে।

মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প

গরীব তথা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে যাওয়া এবং তাদের পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থা করার জন্য ১৯৯৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট থেকে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প চালু হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ থেকে রাষ্ট্রীয় স্কুল মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মসূচি নামে প্রকল্প চলছে।

উদ্দেশ্য

- ক্লাসে বাচ্চারা খিদের পেটে না থাকে, কেন না খিদের কারণে পড়াশুনা করা যায় না।
- বাচ্চাদের স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে।
- স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ও উপস্থিতি দুই-ই যেন বাড়ে।
- সামাজিক সমতা বাড়ানো বিশেষ করে মেয়েদের ভরপেট খাবার ব্যবস্থা করা।
- রান্না করার কাজ মহিলারা করবেন।

ভোজনে কি কি দেওয়া হয়? ভোজন কেমন হয়?

- ১০০ গ্রাম শস্য।
- ৫০ গ্রাম সবজী।

- ৪৫০ গ্রাম প্রোটিন শক্তির জন্য।
- ১২ গ্রাম প্রোটিন।

প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত আর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ৭০০ ক্যালরি শক্তি এবং ২০ গ্রাম প্রোটিন খাবারে থাকা উচিত।

ভোজন ছাড়া অন্য লাভ

- পানীয় জলের সুবিধা।
- হাত ধোয়ার সুবিধা।
- সমবায়ের সহযোগিতায় ভোজন পরিবেশন এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে খাবার গ্রহণ করার অভ্যেস।

সরকার ও অন্য এজেন্সীর সহযোগিতা

- কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় মাতৃ স্ব-সহায়ক সমূহ, নেহেরু যুব কেন্দ্র, পঞ্চায়েত, নগর নিগম সবাই সহযোগিতা করে।
- রান্নাঘর নির্মাণ ও সড়ক নির্মাণ।

জরুরী বিষয়

- খাদ্যের গুণমান, নিরাপদ ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে

২-৩ জন লোক (একজন-শিক্ষক) বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন করার আগে খেয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন।

অভিযোগ থাকলে কি করা উচিত

- সমাজের স্বীকৃত সংস্থা যা মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প পরীক্ষা করতে পারবে।
- টোল ফ্রি নম্বর থেকে বা চিঠির মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবে।

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান

সাক্ষরতা কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে শুরু করা এই প্রকল্পটি ২০০৯-২০১০ এ কার্যকর করা হয়।

উদ্দেশ্য

- বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত আনা।
- মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর বাড়ানো।

- এক সমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক আর্থিক বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও বাধা দূর করা।
- ২০১৭ সালের মধ্যে ১২ তম পঞ্চবার্ষিকী পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সবাইকে প্রদান করা।

প্রকল্পের উপযোগিতা

এই প্রকল্পটি সবার জন্য কিন্তু বিশেষ করে —

- আশ্রম বিদ্যালয়কে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নত করা।
- ১৪-১৮ বছর বয়সী ছাত্র তথা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য ৮ম মান থেকে দ্বাদশ মান পর্যন্ত পড়ার জন্য বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে ভর্তি করা যেতে পারে।

সরকার কি করবে

- যে এজেন্সি এই প্রকল্পটি চালাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের আর্থিক সহযোগিতা দেবে।
- অতিরিক্ত কক্ষ, পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, শৌচালয়, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, সহশিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

- ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১৮ : ১ , অর্থাৎ ১৮ জন ছাত্রপিছু একজন শিক্ষক।
- গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজীর উপর গুরুত্ব দেওয়া।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।
- কম্প্যুটর এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার।
- মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচালয় নির্মাণ।

মহিলা সমতুল্যতা (সম্মান) যোজনা

মহিলাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন করার জন্য ১৯৮৮-৮৯ সালে মহিলা সমতুল্যতা যোজনা শুরু করা হয়েছিল এটি একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প। এই প্রকল্পটিকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির অন্তর্গত করে চালু করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার প্রক্রিয়ায় মেয়েদের অংশীদারী বাড়ে।

উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ মহিলাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাদের স্ব-শক্তি- করণ।
- মহিলাদের গোষ্ঠী গঠন করা যেখানে শিক্ষা, চাকরী,

স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্বাচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

- পরিবার, গোষ্ঠী, পঞ্চায়েত এবং ব্লকস্তরে সচেতনতা বাড়ায় এমন সব কর্মসূচি চালু করা।
- বিশেষত মেয়েদের স্কুল যাওয়া এবং পড়াশুনা সম্পূর্ণ করা।

প্রকল্পের কার্যকারিতা

- এখন দেশের ১০ টি রাজ্যে এই প্রকল্প চালু আছে - অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, কর্ণাটক, কেরালা, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড মোট ১২৬ টি জেলার ৪২৩৯৮ টি গ্রামে এই প্রকল্প চালু রয়েছে।
- এর জন্য কর্মরত মহিলা সহযোগীদের সংখ্যা ৫০০০ এর অধিক আর লক্ষ্য হল তা বাড়িয়ে ১৪০ এর লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।
- প্রকল্পটির অন্তর্গত সাক্ষরতা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় মহিলাদের জানানো হয়। যাতে পুরুষদের সাথে সমতা আনা যায়।
- প্রকল্পটি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অন্তর্গত।

সবলা প্রকল্প

মহিলা এবং শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ২০০০ সাল থেকে কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। ১১-১৮ বছর বয়সী কিশোরীদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের পরিবর্তন করার সাথে সাথে স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা এবং পরিবার কল্যাণ বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি সচেতন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ২০০০ টি জেলায় চালু রয়েছে।

উদ্দেশ্য

- ১১ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত স্কুল ছেড়ে দেওয়া বা স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের পুষ্টির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের পরিবর্তন আনা।
- কিশোরী বালিকাদের জীবনে, গার্হস্থ্য জীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে দক্ষতার পরিবর্তন ঘটানো।
- কিশোরী বালিকাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশগত, ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা, শিশুদের দেখা শুনা, কিশোরী প্রজনন শিক্ষা, লিঙ্গভেদ, যেকোন উত্তেজনা প্রশমিত করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ, পারিবারিক খরচের তালিকা তৈরী করা, সময় সাপেক্ষে কাজ করা ইত্যাদি ব্যাপারে সচেতন করা।

- কিশোরীদের জন্য উপযোগিতামূলক বিভিন্ন পরিষেবা যেমন ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, পুলিশ, থানা, আর্থিক স্বাবলম্বনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে অবহিত করা।
- স্কুল ছুট কিশোরীদের পুনরায় শিক্ষার মূল ধারার সঙ্গে সংযোজন করা।

প্রকল্প কাদের জন্য

চিহ্নিত জেলায় প্রকল্পটি ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী স্কুল ছেড়ে দেওয়া কিশোরীদের এবং ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী সমস্ত বালিকাদের হিতের জন্য চালু করা হয়েছে।

প্রকল্পের বিশেষত্ব

- কিশোরী বালিকাদের আয়রণ এবং ফলিক অ্যাসিডের ট্যাবলেট দেওয়া হয়।
- কিশোরী বালিকাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরবর্তী উন্নত পরিষেবা সুযোগ ও পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা।
- কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা।
- কিশোরীদের আইনি অধিকার, তথ্যের উপযোগিতা, সংস্কৃতির বিকাশের ধারা ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দান।

প্রকল্পের কার্যকারিতা

- আই.সি.ডি.এসের অন্তর্গত অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র, বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত ভবন, সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদিতে এই প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়া হয়।
- সবলা কেন্দ্রতে প্রতি মঙ্গল ও শনিবার বেলা ২টো থেকে তিনঘণ্টার জন্য সখী/সহেলীদের সাথে কিশোরীরা সময় অতিবাহিত করে।

কিশোরীদের গোষ্ঠীগুলি গঠন এবং প্রশিক্ষণ :

- সাধারণ গোষ্ঠী :

১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী স্কুল ছুট কিশোরীদের নিয়ে তৈরী গোষ্ঠী।

- ১ জন সখী ২ জন সহেলী নিয়ে এক বছরের জন্য কিশোরী গোষ্ঠী গঠন করা হয়।
- সখী অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র পরিচালনা এবং সহেলী দেখাশোনায় সহযোগিতা করবেন।

তিন মাসে একবার কিশোরী দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন সব কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং

আয়রণ, ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট, কৃমি নিবারক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক কিশোরীর একটি স্বাস্থ্য কার্ড হবে যাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়গুলো লেখা থাকবে।

- কিশোরী দিবস পালনের উপযোগিতা— মাতা-পিতা, ভাই-বোন সবাইকে তথ্য গুলোর জ্ঞান এবং বিষয়টি অবহিত করা।

জননী সুরক্ষা যোজনা

স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রক, ভারত সরকার এর বিভিন্ন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ যোজনা জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য অভিযান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণকামী যোজনা পরিচালনা করা হচ্ছে। এরমধ্যে একটি হল জননী সুরক্ষা যোজনা। এই যোজনাটি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় প্রযোজ্য।

উদ্দেশ্য

- মা তথা শিশু মৃত্যুর হার কমানো, চিকিৎসা সংস্থাগুলিতে সন্তান প্রসবের জন্য উৎসাহ দেওয়া।

প্রকল্প কাদের জন্য

- গ্রামীণ তথা শহরের মহিলাদের যেন সরকারী অথবা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হাসপাতালে প্রসব করায়।
- বি.পি.এল পরিবারভুক্তসব মহিলার প্রশিক্ষিত ধাই অথবা এ.এন.এম কর্মীরা ঘরে প্রসব করতে পারবেন।

প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে

- গর্ভাবস্থায় রেজিষ্ট্রি করাতে হবে।
- সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্বীকৃত বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করাতে হবে।

প্রকল্পের থেকে লাভ

- গ্রামীণ এলাকার জন্য হাসপাতালে প্রসব হলে ১৫০০ টাকা নগদ অর্থরাশির সহায়তা।
- আশাকর্মী গর্ভবতী মহিলার প্রসব পূর্ব ও প্রসবের সময় দেখাশুনার জন্য ৩০০ টাকা পাবেন। প্রসবের পরে দেখাশুনার জন্য আরো ৩০০ টাকা অর্থাৎ মোট ৬০০ টাকা সহায়তার জন্য পাবেন।

শহর এলাকার জন্য

- ১০০০ টাকা নগদ সহায়তা।

- আশাকর্মী গর্ভবতী মহিলার প্রসবের আগে এবং প্রসবের সময় দেখাশুনার জন্য ২০০ টাকা, প্রসবের পর দেখাশুনার জন্য ২০০ টাকা অর্থাৎ মোট ৪০০ টাকা সহায়তা অর্থ পাবেন।

প্রকল্পের সুবিধা

- গর্ভসঞ্চার হলেই কাছের অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তথা যে কোন সরকারী অথবা বেসরকারী হাসপাতালে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হবে।
- রেজিষ্ট্রি করার সময় আধার কার্ড নম্বর, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং মোবাইল নম্বর দেওয়া আবশ্যক।

প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য

- প্রত্যেক গ্রাম স্তরে আশাকর্মী নিয়োগ।
- যে কোন সময় টোল ফ্রি নম্বরে কথা বলে সহায়তা চাওয়া যেতে পারে।
- জরুরী ভাবে যান বাহনের ব্যবস্থা করা।

আরো জানতে হলে এ.এন.এম., আশাকর্মী, লোকশিক্ষা কেন্দ্রের প্রেরক এবং ব্লক ডেভেলপম্যান্ট অধিকারীর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান এর অন্তর্গত গ্রামীণ এলাকার সমস্ত গরীব পরিবারগুলিকে জীবিকা নির্বাহ্ করার স্থায়ী সুযোগ প্রদান করা। এর জন্য তাদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে সম্মানের সাথে যাতে জীবন যাপন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ এলাকার গরীব পরিবারগুলিকে সংগঠিত করা।
- দক্ষতার বিকাশ করা, যাতে নিজের রোজগার নিজে করতে সক্ষম হয়।
- স্ব-রোজগারী হওয়ার জন্য ঋণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা।

প্রকল্পটি কাদের জন্য

- ব্যক্তিগত তথা স্ব-সহায়ক দলের মহিলা ও পুরুষদের জন্য।
- বি.পি.এল. ভুক্ত পরিবারের জন্য।
- প্রকল্পে ১০০ শতাংশ বি.পি.এল ভুক্ত পরিবারকে সামিল করা যায়। এর মধ্যে ৫০% মহিলা, ১৫%

সংখ্যালঘু এবং (প্রতিবন্ধী) বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ৩% সংরক্ষিত।

- প্রকল্পের অন্তর্গত দরিদ্র পরিবারগুলোর সদস্যদের নিয়ে গোষ্ঠী গঠন করা যাবে। দরিদ্র সংস্থাগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সহায়তা করা যাবে।

প্রকল্পের জন্য অত্যাবশ্যকীয়

- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার।
- স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর ৭০% সদস্য দারিদ্র সীমার নীচে হতে হবে।

প্রকল্পের সুবিধা

- স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী সমূহকে (যেখানে ৭০% সদস্য দারিদ্র সীমার নীচে হতে হবে)। ফাণ্ড চালু করার জন্য ১০,০০০/- টাকা থেকে ১৫,০০০/- টাকার সহায়তা দেওয়া হবে।
- সাধারণ শ্রেণীর স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিগত ভাবে ১৫,০০০ হাজার টাকা এবং তপশিলি জাতি / তপশিলি

উপজাতির শ্রেণীর জন্য ২০,০০০ টাকার ভর্তুকী দেওয়া হবে।

- প্রতি গোষ্ঠীর জন্য ২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকীর ব্যবস্থা রয়েছে।
- এমন গোষ্ঠীকে দেওয়া হবে যেখানে ৭০% সদস্য বি.পি.এল গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারের সদস্য হতে হবে।
- দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতি সুবিধাভোগীকে ৭৫০০ টাকা দেওয়া হবে।
- স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীর গঠন এবং উন্নয়নের জন্য এন.জি.ও এবং সহযোগীদের ১০,০০০ টাকার সহায়তা দেওয়া হবে।

প্রকল্পটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠন, গোষ্ঠীর উৎপাদন বাড়াতে ঋণ, প্রযুক্তি, বাজারজাত করার সুযোগ দেওয়া।
- গোষ্ঠীর ভালমন্দ, ঋণের সহযোগিতা, বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত তথা উৎপাদনের গুণগত মান প্রতিষ্ঠিত করা।
- ওদের পরম্পরাগত জীবিকাকে স্থায়ী এবং সমৃদ্ধ করা।
- গ্রামীণ স্ব-রোজগার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

বিনামূল্যে বিচারের সহায়তা

প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকারের সাথে সাথে ন্যায় বিচারও প্রাপ্য। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি আর্থিক বা অন্য কারণে ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন না। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র, রাজ্য, জেলাস্তর বিনামূল্যে বিচার সহায়তা অনুমোদন কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। রাজ্যগুলিতে উচ্চ আদালতের অধীনে তহশিলস্তর পর্যন্ত বিচার পরিষেবা সমিতি গঠন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

গরীব অসহায় নিপীড়িত ব্যক্তিদের যে কোন আদালতে তাদের বিরুদ্ধে চলছে এমন আইনি মামলার জন্য বিনামূল্যে বিচার পরিষেবা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করা।

বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে দেওয়া সুবিধা

- উকিলের ফিস।
- কোর্ট ফিস।
- টাইপ, ফটোকপি, অনুবাদ করার জন্য চার্জ।

- নির্ণয় / আদেশ ইত্যাদি প্রমাণ পত্রের প্রতিলিপি পাওয়ার খরচ।
- সাক্ষী বা অন্যান্য জরুরী খরচ।

বিনামূল্যে বিবিধ সেবা কাদের জন্য

- তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সদস্য।
- অত্যাচারের শিকার যে সমস্ত মানুষজন এবং যারা বেগার খাটে।
- মহিলা এবং শিশু।
- মানসিক রোগী এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিরা।
- বিপদ, জাতীয় হিংসা, অত্যাচার ও নির্মাণ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নির্মাণ শ্রমিক।
- জেলখানা, মানসিক চিকিৎসালয়, মানসিক রোগগ্রস্ত ঘরে থাকা মানুষজন।
- এই সমস্ত শ্রেণীর লোকজন যাদের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম তারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন।

বিভিন্ন সেবা পাবার উপায়

- বিভিন্ন সেবা পেতে হলে ছাপানো ফর্ম অথবা সাদা কাগজে নিজের নাম, ঠিকানা, জাতি এবং আয় সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাতে হবে।
- মামলার বিবরণ দিতে হবে।
- আবেদন পত্রের সাথে আয়ের প্রমাণপত্রের ফটোকপি সহ সচিব জেলা আইনি পরিষেবা কেন্দ্র বা হাইকোর্টে সচিবের অফিসে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

বিস্তৃত জানতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকশিক্ষা কেন্দ্রের প্রেরক, তহশিল সেবা সমিতি এবং জেলা ভিত্তিক সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in